মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

গলগণ্ড প্রতিরোধে সবাইকে
বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুকে
আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ান।

শাক সবজি এবং সামুদ্রিক মাছেও
প্রচুর আয়োডিন পাওয়া যায়

বিসিসি ইউনিট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডিএফপি-৩১২১১-১২/১২/০১
জি-২৩০৯

আপনি জানেন কি?

সরকার পাঁচটি সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ করেছেন।
সঞ্চয়পত্রগুলো হচ্ছে ঃ

সঞ্চয়পত্রের নাম	মুনাফার হার	প্রতি ১০০ টাকায় মুনাফাসহ
০১। প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র (৮-বছর মেয়াদী)	১ম বছরান্তে ৮.৭৫% ২য় বছরান্তে ৯.৭৫% ৩য় বছরান্তে ১০.৭৫% ৪র্থ বছরান্তে ১১.৭৫% ৫ম বছরান্তে ১২.৭৫% ৬ষ্ঠ বছরান্তে ১৩.৭৫% ৭ম বছরান্তে ১৪.৭৫% ৮ম বছরান্তে ১৫.৭৫%	১০৮.৭৫ টাকা ১১৯.৫০ টাকা ১৩২.২৫ টাকা ১৪৭.০০ টাকা ১৬৩.৭৫ টাকা ১৮২.৫০ টাকা ২০৩.২৫ টাকা ২২৬.০০ টাকা
০২। পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে ৮.৫০% ২য় বছরান্তে ৯.৫০% ৩য় বছরান্তে ১০.৫০% ৪র্থ বছরান্তে ১১.৫০% ৫ম বছরান্তে ১২.৫০%	১০৮.৫০ টাকা ১১৯.০০ টাকা ১৩১.৫০ টাকা ১৪৬.০০ টাকা ১৬২.৫০ টাকা
০৩। তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী)	মেয়াদান্তে ১২%	(ক) এ সঞ্চয়পত্রে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে প্রতি তিন মাস অন্তর ৩,০০০/- টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। (খ) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র ভাংগালে এক বছরান্তে ৭.৫০% এবং দুই বছরান্তে ৮.৫০% মুনাফা প্রদেয়।
০৪। ছয় মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)	মেয়াদান্তে ১২%	(ক) এ সঞ্চয়পত্রে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে প্রতি ছয় মাস অন্তর ৬,০০০/- টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। (খ) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র ভাংগালে এক বছরান্তে ৮%, দুই বছরান্তে ৯%, তিন বছরান্তে ১০% এবং চার বছরান্তে ১১% মুনাফা প্রদেয়।
০৫। পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)	মেয়াদান্তে ১১.৯২%	(ক) এ সঞ্চয়পত্রে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে প্রতি এক মাস অন্তর ৯৯৩.৩৩ টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। (খ) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র ভাংগালে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সাধারণ হিসাবে মুনাফা প্রদেয়।

সঞ্চয়পত্রের পুনঃনির্ধারিত এ মুনাফার হার ৩০-১০-২০০১ ইং তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।
উক্ত তারিখের পূর্বে ইস্যুকৃত সকল সঞ্চয়পত্র/বিনিয়োগের উপর যথারীতি পূর্বের মুনাফার হার বলবৎ থাকবে।

জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

DFP - 31217 - 12 / 12 / 01,

G - 2308

পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের ভূমিকা অনন্য

আমাদের চারপাশে যা আছে তার সব কিছু নিয়েই পরিবেশ। আমরা সবাই পরিবেশের অংশ। গাছগাছালী পরিবেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ কাজে অকাজে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লাগামহীনভাবে গাছ কাটার ফলে আর আমাদের অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছি ও দিয়েছি আমরা পরিবেশকে।

আমাদের সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া..... ভারসাম্য হারাচ্ছে পরিবেশ। প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠছে প্রকৃতি। বন্যা, খরা, ঝড়-তুফান আর জলোচ্ছ্বাস ধারণ করছে ভয়াবহরূপ। গ্রীষ্মকালে পড়ছে অত্যাধিক গরম, শীতকালে নিদারুণ শীত। মরুপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে দেশের কোন কোন অঞ্চলে। সমুদ্রে তলিয়ে যাবারও আশংকা রয়েছে দেশের কোন কোন অঞ্চলের। আমাদের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে।

এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পেতে গাছের অবদান যথেষ্ট। গাছ মানেই জীবন আর জীবনের জন্য বেশী প্রয়োজন গাছের। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন বেশী করে গাছ লাগানো আর এর উপযুক্ত পরিচর্যা করা। মনে রাখবেন, পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে গাছের কোন বিকল্প নেই।

অধিকহারে গাছ লাগান। সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছ বাঁচান ও গাছকে বড় হতে দিন। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে আপনার এই অবদানটুকু রাখুন। পরিবেশ ঠিক থাকলে আমরা সবাই বেঁচে থাকবো।

শলাপরামর্শের জন্য ধারেকাছের বন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন। তাঁর কাছ থেকে পাবেন সব রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা।

গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষা করুন

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প
বাংলাদেশ বন বিভাগ
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালক
উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প
বাংলাদেশ, ঢাকা।

ডিএফপি-৩১০১৪-১২/১২/০১
জি-২৩০৭

মরণ নেশা মাদক নেশা

আপনার নিষ্পাপ সন্তানকে নেশা থেকে বাঁচান

মানুষের শরীরে মাদকদ্রব্যের প্রভাব

চোখের ক্ষতি	ঃ	চোখের মণি সংকুচিত হওয়া, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া।
শ্বাস প্রণালীর ক্ষতি	ঃ	খুসখুসে কাশি থেকে যক্ষা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হওয়া।
হৃদযন্ত্র ও রক্তপ্রণালীতে ক্ষতি	ঃ	হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া। রক্ত কণিকার সংখ্যায় পরিবর্তন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি।
যকৃত (লিভার)-এ ক্ষতি	ঃ	জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিরোসিস ও ক্যান্সার।
বৃক্ক (কিডনী)-তে ক্ষতি	ঃ	কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, ঘনঘন সংক্রমণ হওয়া, পরিশেষে কিডনী অকার্যকর হয়ে যাওয়া।
যৌন ক্ষমতা ও প্রজননতন্ত্রে (Reproductive System) ক্ষতি	ঃ	যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, যৌন স্পৃহা কমে যাওয়া, বিকৃত শুক্র (Sparm) থেকে বিকৃত সন্তানের জন্ম, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। ব্যবহারকারীর সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়া। নেশাগ্রস্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরো মারাত্মক। গর্ভের সন্তান বিকৃত হয়ে যাওয়া, মৃত সন্তান প্রসব করা, জন্মকালীন শিশুর স্বল্প ওজন, জন্মের সাথে সাথে নবজাতকের বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হওয়া।
খাদ্যপ্রণালীতে ক্ষতি	ঃ	রুচি কমে যাওয়া, হজমশক্তি হ্রাস পাওয়া, আলসার, এসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্যান্সার ইত্যাদি।
ত্বক-এ ক্ষতি	ঃ	ভিটামিন ও পুষ্টির অভাবে ত্বক হয়ে ওঠে খসখসে শুষ্ক। চুলকানি, ছত্রাক (Fungus) দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, ফোঁড়া, ঘা ইত্যাদি।
মস্তিস্ক ও স্নায়ুতন্ত্র এবং মানসিক সমস্যা	ঃ	অনেক ক্ষেত্রে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রলাপ বকা, আত্মহত্যার প্রবণতা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অসচেতনতা, মাথা ঘোরানো, চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়া, অমনোযোগিতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, অস্থিরতা ও অধৈর্য অবস্থা, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, উদ্বেগ, ভয় পাওয়া, বিষণ্নতা ইত্যাদি গুরুতর মানসিক রোগ দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি বা মেশিন চালালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

অতএব আসুন সবাই মিলে মাদকমুক্ত সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলি।

প্রচারেঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

ডিএফপি-৩১০০০-১২/১২/০১
জি-২৩০৬